EXIM BANK
শরীয়াহ্ ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক

এক্সিম ব্যাংক পরিক্রমা

আগস্ট ২০১১

বিডিআর বিদ্রোহে শহীদ সেনা কর্মকর্তাদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দিল এক্সিম ব্যাংক

ঢাকার পিলখানায় বিডিআর বিদ্রোহে নির্মমভাবে নিহত ৫৭ জন শহীদ সেনা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ৮টি পরিবারকে আগামী দশ বছরের জন্য আর্থিক সহায়তার দায়িত্ব নিয়েছে এক্সিম ব্যাংক। সে হিসেবে প্রতিবছর প্রত্যেক পরিবারকে ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা করে দেয়া হচ্ছে। সম্প্রতি গণভবনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মাধ্যমে নিহত সেনা পরিবারের সদস্যদের হাতে এ বছরের জন্য প্রদেয় টাকার চেক হস্তান্তর করেন এক্সিম ব্যাংক ও বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ব্যাংকস এর চেয়ারম্যান মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার।

শুভেচ্ছা বাণী

ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্বে)

প্রকাশের পর থেকেই এক্সিম ব্যাংক পরিক্রমা এক্সিম ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে আসছে। সেই ধারা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি এক্সিম ব্যাংক পরিক্রমা ভবিষ্যতে আমাদের সকল গ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে এক্সিম ব্যাংকের মুখপত্র হিসেবে আবির্ভূত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

দীর্ঘ এক যুগে এক্সিম ব্যাংক বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যে দৃঢ় ও গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে, তার পেছনে রয়েছে এক্সিম ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের মাননীয় চেয়ারম্যানসহ পরিচালকবৃন্দের সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা এবং ব্যাংকের কর্মতৎপর নির্বাহী ও কর্মকর্তাদের নিবিড় কর্মদক্ষতা। এ দু'য়ের মিলনে এক্সিম ব্যাংক একদিন শ্রেষ্ঠত্বের মালা গলায় পড়বে বলে আমি আশা করি।

সাময়িক বিরতির পর পুনরায় এক্সিম ব্যাংক পরিক্রমা প্রকাশ করতে পারায় আমি এক্সিম ব্যাংক পরিক্রমা সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পরিশেষে সবার জন্য রইল পবিত্র ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা।

EXIM BANK
শরীয়াহ্ ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক

ডি.এম.পি'র ব্যবহারের জন্য ৫টি টহল গাড়ি প্রদান

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার টহল গাড়ির চাবি হস্তান্তর করছেন।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের টহল কাজে ব্যবহারের জন্য এক্সিম ব্যাংকের পক্ষ থেকে ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার গত ৬ মার্চ ২০১১ তারিখে ৫টি টহল গাড়ি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুনের নিকট হস্তান্তর করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এক্সিম ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের সদস্য মোহাম্মদ ওমর ফারুক ভূঁইয়া, হাবিবুল্লাহ ডন, লে. কর্নেল (অব.) সিরাজুল ইসলাম, মেজর (অব.) খন্দকার নুরুল আফছার, মোঃ শহীদুল্লাহ, রঞ্জন চৌধুরী, পুলিশের আই.জি হাসান মাহামুদ, ডিএমপি কমিশনার বেনজির আহমেদসহ উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

এক্সিম ব্যাংকের দ্বাদশ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

• ৩৫% স্টক ডিভিডেন্ড অনুমোদিত

এক্সিম ব্যাংকের ১২তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) গত ৯ জুন ২০১১ ঢাকার গলফ গার্ডেন, আর্মি গলফ ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার।

১২তম এজিএমে ২০১০ সালের মুনাফার ভিত্তিতে শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক ৩৫% স্টক ডিভিডেন্ড অনুমোদিত হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের সম্মানিত ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুল মান্নান এমপি, পরিচালনা পর্ষদের সদস্য, এ.কে.এম. নূরুল ফজল বুলবুল, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, মোঃ আলতাফ হোসেন, মোঃ নূরুল আমীন, মোহাম্মদ ওমর ফারুক ভূঁইয়া, মোঃ শহীদুল্লাহ, মোঃ নজরুল ইসলাম স্বপন, অঞ্জন কুমার সাহা, মেজর (অবঃ) খন্দকার নূরুল আফছার, লেঃ কর্নেল (অব.) সিরাজুল ইসলাম, মোঃ ফখরুল ইসলাম মজুমদার, মিসেস নাসিমা আক্তার, রঞ্জন চৌধুরী, খন্দকার মোহাম্মদ সাইফুল আলম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী মসিহুর রহমান, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হায়দার আলী মিয়া ও কোম্পানী সেক্রেটারী মোঃ গোলাম মাহবুব।

উপস্থিত শেয়ারহোল্ডারগণের বিভিন্ন প্রশ্নের সন্তোষজনক ও যথাযথ উত্তর প্রদান করেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার।

১২তম এজিএমে উপস্থিত বিপুল সংখ্যক শেয়ারহোল্ডারগণ বিগত বছরে ব্যাংকের অগ্রগতিতে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং অগ্রগতির এই ধারা অব্যাহত রাখার জন্য পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে সর্বাত্মক সমর্থন ও সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

দেশের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে এক্সিম ব্যাংক বৃত্তি প্রদান

কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে এক্সিম ব্যাংক তার বৃত্তি প্রকল্পের আওতায় নতুন করে আরো ৫০০ জন মেধাবী অথচ আর্থিকভাবে অসচ্ছল ছাত্র ছাত্রীকে অর্ন্তভুক্ত করেছে। এই নিয়ে বৃত্তি প্রকল্পের আওতায় মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দাড়ালো ২ হাজার জনে। গত ২৯ মে ২০১১ ঢাকার প্যান-প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে অনুষ্ঠিত এক্সিম ব্যাংক বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. এ কে আজাদ চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ছাত্র ছাত্রীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান এবং সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব কাজী মসিহুর রহমান এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ব্যাংকের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান এমপি ও বোর্ড অডিট চেয়ারম্যান এ.কে.এম নূরুল ফজল বুলবুল ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৫০০ জন ছাত্র ছাত্রীকে এবছর বৃত্তি প্রদান করা হয়। বৃত্তির পরিমাণ এককালিন ১৫ হাজার টাকা। এক্সিম ব্যাংক ২০০৬ সাল থেকে দেশের মেধাবী অথচ আর্থিকভাবে সচ্ছল নয় এমন ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে বৃত্তি প্রদান করে আসছে। ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষা জীবন শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই বৃত্তি অব্যাহত থাকবে।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন পরিচালনা পর্ষদের সদস্য জনাব মোঃ আবদুল্লাহ, জনাব মোঃ নুরুল আমিন ফারুক, জনাব মোঃ হাবিবুল্লাহ ডন, জনাব মোঃ শহীদুল্লাহ, জনাব মোঃ ওমর ফারুক ভূঁইয়া, জনাব মোঃ ফখরুল ইসলাম মজুমদার, (অব.) কর্নেল সিরাজুল ইসলাম বীর বিক্রম, মেজর (অব.) খন্দকার নূরুল আফসার, জনাব মোঃ রঞ্জন চৌধুরী, জনাব মোঃ সাইফুল আলম ও ইন্ডিপেনডেন্ট পরিচালক অধ্যাপক মুহাম্মদ সিকান্দার খান।

বেস্ট রেটেড এ্যাওয়ার্ড পেল এক্সিম ব্যাংক

সম্পদ ব্যবস্থাপনা, মূলধন পর্যাপ্ততা, খেলাপী ঋণ নিয়ন্ত্রণ ও আয় বৃদ্ধিতে সাফল্যের জন্য অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক **দি ইন্ডাস্ট্রি** এক্সিম ব্যাংককে বেস্ট রেটেড ব্যাংক এ্যাওয়ার্ড ২০১০ প্রদান করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন এক্সিম ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হায়দার আলী মিয়ার হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন।

এক্সিম ব্যাংকের স্টেট অব দ্য আর্ট ডাটা সেন্টার উদ্বোধন

সম্প্রতি এক্সিম ব্যাংকের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার গুলশানে এক্সিম ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে নতুন একটি স্টেট অব দ্য আর্ট ডাটা সেন্টার উদ্বোধন করেন। জরুরী অবস্থায় ব্যাকআপ হিসেবে ধানমন্ডিতে ব্যাংকের একই ধরণের আরো একটি ডাটা সেন্টার রয়েছে।

সর্বোচ্চ নিরাপত্তাসহ প্রাত্যাহিক ট্রানজেকশন এবং বিশ্বমানের ব্যাংকিং সেবা প্রদান পরিকল্পনার অংশ হিসাবেই সর্বাধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ডাটা সেন্টারটি উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন এক্সিম ব্যাংকের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান এমপি, বোর্ড অব ডিরেক্টরস এর অন্যান্য সদস্যগণ, এক্সিম ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, এডিশনাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টরদ্বয়, ব্যাংকের উচ্চ পদস্থ নির্বাহীগণ এবং ভেন্ডর কোম্পানি স্লোরা লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

এই ডাটা সেন্টার সংযোজনের মাধ্যমে এক্সিম ব্যাংক এখন অত্যাধুনিক প্রযুক্তির অধিকারি হল, যার মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য ও নির্বিঘ্ন ব্যাংকিং সেবা প্রদানে সক্ষম হবে।

ডাটা সেন্টারটি ইন্টিগ্রেটেড র‍্যাক, পাওয়ার, ফায়ার, স্মোক ও ওয়াটার প্রটেকশন সিস্টেমসহ কুলিং সল্যুশন, এ্যাডভান্স ম্যানেজমেন্ট এবং মনিটরিং হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার নিয়ে ডিজাইন করা হয়েছে। সিসকো নেটওয়ার্কিং ডিভাইস, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এইচপি ইটানিয়াম-টু সার্ভার এবং বিশ্ববিখ্যাত ডাটাবেস সফটওয়্যার ওরাকল রিয়েল এ্যাপ্লিকেশন ক্লাস্টার সমৃদ্ধ ইএমসি ডাটা স্টোরেজ থাকায় ডাটা সেন্টারটি ব্যাংকের ওভার অল নেটওয়ার্ক সিস্টেমকে অধিকতর নির্ভরযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য করেছে। এক্সিম ব্যাংক ডাটা সেন্টারে ব্যবহৃত হচ্ছে বিশ্বের সর্বাধিক প্রচলিত ব্যাংকিং সফটওয়্যার টেমেনস টি-২৪।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ব্যাংকস এবং এক্সিম ব্যাংকের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন, বর্তমান সময়ে চূড়ান্ত অর্থনৈতিক সাফল্য লাভের লক্ষ্যে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো পুরোপুরি কাগজমুক্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে চলেছে। এ কারণে অটোমেশন ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠানই তার লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারবে না। তিনি টেমেনস টি-২৪ সফটওয়্যারের বাস্তবায়ন এবং এটিএম চালু করায় গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এই অর্জনকে প্রযুক্তি ব্যবহারকারী অগ্রগামী ব্যাংক হিসেবে এক্সিম ব্যাংককে উল্লেখ করেন।

এক্সিম ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব কাজী মসিহুর রহমান বলেন, আমাদের ব্যাংক সবসময় আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণে আগ্রহী, যে প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাংকিং সেবার মান উন্নয়ন এবং গ্রাহকদের

বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টকে এক্সিম ব্যাংকের মাইক্রোবাস উপহার

সংগ্রাম থেকে স্বাধীনতা বিষয়ের ওপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র দেশব্যাপি প্রদর্শনের জন্য বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টকে একটি মাইক্রোবাস উপহার দিয়েছে এক্সিম ব্যাংক । গত ২৫ জুন ২০০১ বঙ্গবন্ধু যাদুঘরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এক্সিম ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সদস্য সচিব শেখ হাফিজুর রহমানের নিকট মাইক্রোবাসটি হস্তান্তর করেন।

অনুষ্ঠানে এক্সিম ব্যাংকের ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুল মান্নান এমপি, পরিচালক এ.কে.এম. নূরুল ফজল বুলবুল, হাবিবুল্লাহ ডন, মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, লেঃ কর্নেল সিরাজুল ইসলাম (অবঃ) এবং বঙ্গবন্ধু যাদুঘরের সদস্য সচিব ও কিউরেটর সৈয়দ সিদ্দিকুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

এক্সিম ব্যাংকের এটিএম বুথ ও এসএমএস ব্যাংকিং উদ্বোধন

এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড-এর এটিএম ও এসএমএস ব্যাংকিং কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে। এক্সিম ব্যাংকের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার প্রধান অতিথি হিসেবে গত ৭ এপ্রিল ২০১১ গুলশানে অবস্থিত ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় কর্পোরেট শাখায় একটি এটিএম বুথ উদ্বোধনের মাধ্যমে এ কার্যক্রম শুরু করেন।

ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব কাজী মসিহুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ জনাব এ কে এম নুরুল ফজল বুলবুল, জনাব মোঃ শহীদুল্লাহ, আলহাজ্ব মোঃ নুরুল আমিন ফারুক, জনাব মোহাম্মদ ওমর ফারুক ভূইয়া, লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) সিরাজুল ইসলাম, জনাব মোঃ ফখরুল ইসলাম মজুমদার, জনাব মোঃ হাবিবউল্লাহ ডন, জনাব খন্দকার মোহাম্মদ সাইফুল আলম, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব ড. মোঃ হায়দার আলী মিয়া, ডিএমডিদ্বয় জনাব আব্দুল লতিফ বড়ভূইয়া, জনাব এম সিরাজুল ইসলাম এবং প্রধান কার্যালয় ও কর্পোরেট শাখার উর্দ্ধতন নির্বাহীবৃন্দ।

উপস্থিত অতিথিবৃন্দের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান এবং এসএমএস ব্যাংকিং সফটওয়্যার প্রোভাইডার এসএসএল ওয়্যারলেস কোম্পানির কর্ণধার জনাব সাইফুল ইসলাম।

এই সার্ভিস চালুর ফলে এখন থেকে এটিএম সার্ভিসের মাধ্যমে টাকা উত্তোলন, ব্যালেন্স জানা এবং মিনি স্টেটমেন্ট সুবিধা এবং এসএমএস ব্যাংকিং সার্ভিসের মাধ্যমে ব্যালেন্স জানা যাবে এবং অচিরেই এই দুই সার্ভিসের মাধ্যমে চেক বুক রিকোয়েস্ট, ইউটিলিটি বিল পেমেন্ট, ফান্ড ট্রান্সফারসহ বিভিন্ন সুবিধা পাওয়া যাবে। এক্সিম ব্যাংক অদূর ভবিষ্যতে ইন্টারনেট ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং এবং কলসেন্টার চালুরও পরিকল্পনা করছে।

এটিএম বুথ ব্যবহারের জন্য ব্র্যাক ব্যাংক-এক্সিম ব্যাংক চুক্তি স্বাক্ষর

অমনিবাস নেটওয়ার্ক পরিচালিত ব্র্যাক ব্যাংকের পয়েন্ট অব সেলস এবং এটিএম বুথ ব্যবহারের জন্য সম্প্রতি এক্সিম ব্যাংক ব্র্যাক ব্যাংকের সাথে এক যৌথ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এই চুক্তির ফলে এক্সিম ব্যাংকের গ্রাহকগণ এখন থেকে সারাদেশে ব্র্যাক ব্যাংক-অমনিবাস'র ৮০০টি এটিএম বুথ থেকে টাকা উত্তোলন করতে পারবে।

এক্সিম ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী মসিহুর রহমান এবং ব্র্যাক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও সৈয়দ মাহবুবুর রহমান নিজ নিজ ব্যাংকের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন এক্সিম ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া এবং উভয় ব্যাংকের উর্দ্ধতন নির্বাহী ও কর্মকর্তাগণ।

এক্সিম ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী মসিহুর রহমান বলেন, গ্রাহকদের দিন রাত ২৪ ঘন্টা সেবা দেওয়ার অভিপ্রায়েই এক্সিম ব্যাংক অমনিবাস'র মত নেটওয়ার্কে যোগ দিয়েছে। যাদের রয়েছে দেশব্যাপী প্রসারিত নেটওয়ার্ক। আর এর মাধ্যমে আমরা আমাদের নতুন ও সহজলভ্য সেবা প্রদানের নির্ধারিত লক্ষ্যের দিকেই এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছি।

ইসলামী ব্যাংকিং ও প্রচলিত ব্যাংকিংয়ের মৌলিক কিছু বিষয় নিয়ে দৈনিক আমার দেশ পত্রিকায় এক্সিম ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক **ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া**'র একটি সাক্ষাৎকার ছাপা হয়। এক্সিম ব্যাংক পরিক্রমার পাঠকদের জন্য সাক্ষাৎকারটি পুনঃমুদ্রিত হলো–

সুদ নেই মুনাফা বেশি, ছড়িয়ে পড়ছে ইসলামী ব্যাংকিং

দেশের ব্যাংকিং খাতের মোট আমানতের মধ্যে ইসলামী ব্যাংকগুলোর এককভাবে আমানত রয়েছে ১৫ শতাংশের বেশি। একইভাবে বিনিয়োগ, রফতানি, আমদানি, রেমিট্যান্স আয়সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যাংকগুলোর চেয়ে ইসলামী ব্যাংকগুলো এগিয়ে রয়েছে। তাদের ব্যাংক ব্যবসায় মুনাফা বাড়ছে। যে কারণে প্রচলিত অনেক ব্যাংক বাধ্য হয়ে আলাদাভাবে ইসলামী ব্যাংকিং শাখা খুলছে।

বাংলাদেশে আশির দশকে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের যাত্রা শুরু হয়। এখন এটি সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ছে। ইসলামী ব্যাংকিংয়ে সুদ না থাকা ও উচ্চ মুনাফার নিশ্চয়তায় আমানতকারীগণ এখানে তাদের কষ্টার্জিত অর্থের বিনিয়োগ নিয়ে আসেন বলে জানান এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া। সম্প্রতি তিনি আমেরিকান ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি থেকে 'বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামী ব্যাংকিং ও সনাতনী ব্যাংকিংয়ের আর্থিক সাফল্যের ওপর বিপণনের প্রভাব' শীর্ষক বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। দৈনিক আমার দেশ এর সঙ্গে তিনি এ বিষয়ে খোলামেলা কথা বলেন। নিম্নে তা তুলে ধরা হলো–

ইসলামী ব্যাংকিং ও প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবসার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কি?

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যাবস্থা পরিচালিত হয় শরীয়াভিত্তিক লাভ লোকসানের অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে। পক্ষান্তরে প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা পরিচালিত হয় সুদের ভিত্তিতে। ইসলামী ব্যাংক ব্যবসায় ব্যাংক যেখানে লাভের পাশাপাশি লোকসানের ঝুঁকিও বহন করে সেখানে প্রচলিত ব্যাংক ব্যবসায় এ রকম কোন সুযোগ নেই। ব্যবসার অবস্থা যাই হোক না কেন সুদ ও আসল অবশ্যই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। ইসলামী ব্যাংক ব্যবসা পরিচালিত হয় ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে কিন্তু প্রচলিত ব্যাংকে ব্যবসা পরিচালিত হয় অর্থের উপরে।

সর্বোপরি ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবসা হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক এবং ইসলামী ব্যাংক তার সম্পদের উপর শতকরা আড়াই ভাগ হিসেবে যাকাত প্রদান করে থাকে। প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবসায়-এ ব্যবস্থা নেই।

ইসলামী ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ব্যাংকের গ্রাহকরা কি প্রচলিত ব্যাংকিংয়ের চেয়ে বেশি উপকৃত হতে পারে?

অবশ্যই পারে। প্রচলিত ব্যাংক যেখানে গ্রাহকের পক্ষে কোন ঝুঁকিই বহন করে না সেখানে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার মূলনীতিই হচ্ছে অংশীদারীর ভিত্তিতে কারবার পরিচালনা করা।

যেহেতু ইসলামী ব্যাংক লাভ ও লোকসান উভয় অবস্থারই দায়িত্ব বহন করে, তাই সবসময়ই ইসলামী ব্যাংকিংয়ে গ্রাহক প্রচলিত ব্যাংকিংয়ের তুলনায় বেশী উপকৃত হতে পারেন এবং হচ্ছেন। আর এর প্রমাণ ইসলামী ব্যাংকিংয়ের আজকের এই সাফল্য, যার মূলে রয়েছে শক্ত গ্রাহক ভিত্তি। ইসলামী ব্যাংকিং এ হালাল পন্থায় বিনিয়োগ সুবিধা এবং (নতুন নতুন) উদ্যোক্তা সৃষ্টির পাশাপাশি চক্রবৃদ্ধি অর্থে ব্যবসা পরিচালনা থেকে বিরত রাখে। ইসলামী ব্যাংকের মৌলিক বিনিয়োগ পদ্ধতিগুলো অংশীদারিভিত্তিক। এই পদ্ধতিতে ব্যাংক ব্যবসায়ীর লাভ লোকসান উভয় অবস্থায় শরিক থাকে। ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতিগুলো উদ্যোক্তা সৃষ্টি করে এবং পুঁজিহীন লোককে বিনিয়োগ সুবিধা দিয়ে সমাজের বেকার লোকদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করে। ইসলামী ব্যাংক শুধু একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানই নয়। বরং সামাজিক উন্নতিতেও এর অবদান উল্লেখযোগ্য। ইসলামী ব্যাংক সমাজ সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে।

বিনিয়োগের বিপরীতে ইসলামি ব্যাংকগুলো সুদ আদায় করে না। তাদের ভাষায় মুনাফার ভাগ নেয়। কোন প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা কম হলে কি তারা মুনাফা কম নেয়?

অবশ্যই নেয়। ইসলামী ব্যাংক একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। যেখানে সুদের কোনো অস্তিত্ব নেই। সুদ দেয়ও না এবং সুদ গ্রহণও করে না। ব্যবসায় ক্ষতি হলে ব্যাংক তার পাশে থাকে। ইসলামী ব্যাংকিং এর ভাষায় ক্ষতি হলে তা পূরণ করে দেয়, যাকে বলে "এহসান"। যখন কোন প্রতিষ্ঠান ব্যবসা পরিচালনা করতে গিয়ে বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে এবং এর ফলশ্রুতিতে মুনাফার পরিমান কমে যায় অথবা কখনও কখনও ক্ষতির মুখোমুখি হয় তখন ইসলামী ব্যাংক তার এই অবস্থাকে সামাল দেওয়ার জন্য সব ধরণের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় এবং মুনাফা মওকুফের পাশাপাশি ব্যবসাকে পুনরায় দাঁড় করানোর জন্যে সঠিক তত্ত্বাবধানের পাশাপাশি আর্থিক সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে।

আমানতকারীদেরকে যে হারে মুনাফা দেয়ার কথা, ব্যাংক বেশি মুনাফা করলে কি তাদেরকে বাড়তি মুনাফা দেয়া হয়?

অবশ্যই বাড়তি মুনাফা দেয়া হয়। প্রতিটি আর্থিক বছরের শেষে যখন হিসেব সমন্বয় করা হয় তখন প্রকৃত মুনাফার হার স্থির করা হয়। আর এই স্থিরীকৃত হার থেকে যদি প্রতিশ্রুত সাময়িক মুনাফার হার কম হয় তবে তা সমন্বয়ের মাধ্যমে গ্রাহকদের হিসেবে প্রেরণ করা হয়, আর যদি বেশী হয় তবে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তা ফেরত না নিয়ে গ্রাহকদেরকে 'এহসান' করে দেয়।

প্রসূত আয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ঝুঁকি নেয়া উচিত, যাতে করে ঝুঁকি কোনো না কোনো ভাবে নগদায়ন হলে প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক মৌল ভিত্তির কোনো অসুবিধা না হয়। এর বাইরের ঝুঁকি অবশ্যই নিরাপত্তা দ্বারা আবৃত বা Cover থাকা প্রয়োজন। এ নিরাপত্তা বস্তুগত (material) বা বীমা ইত্যাদি ইনস্ট্রুমেন্ট দ্বারা আবৃত থাকাই শ্রেয়। তবে বীমা দ্বারা ঝুঁকি কভারেজ করার প্রাক্কালে খুবই Calculative ভাবে এ কর্ম সম্পাদন করতে হবে, কেননা এই কভারেজের আবার প্রিমিয়াম থাকে যা ব্যবসার বা উদ্যোগের সার্বিক মুনাফা যোগ্যতার উপর আঘাত করে।

ব্যাংকিং এর পেশাগত কর্মকান্ডকে নিম্নোক্ত কয়টি মূলভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

ক) জেনারেল ব্যাংকিং সাধারণ কার্যক্রমঃ এর আওতায় হিসাব খোলা (যা ব্যাংকার গ্রাহক সম্পর্ক শুরু বা ভিত্তি হিসাবে কাজ করে), দৈনন্দিন রুটিন লেনদেন allow করা ইত্যাদি।

খ) জেনারেল ব্যাংকিং বিশেষ (allied service) কার্যক্রম তহবিল স্থানান্তর, ক্লিয়ারিং কার্য সম্পাদন ইত্যাদি,

গ) স্থানীয়ভাবে ব্যবসা বাণিজ্য সম্পাদনের জন্য স্বল্পকালীন/রিভলভিং সীমার পুঁজি/লগ্নি/অগ্রীম প্রদান, স্থানীয়ভাবে উৎপাদনী বা সেবাধর্মী প্রকল্প স্থাপনের জন্য স্থায়ী মূলধনী বিনিয়োগ/ঋণ এবং বিদ্যমান প্রকল্প সুষ্টভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন প্রকার চলতি মূলধনী বিনিয়োগ/ঋণ প্রদান।

ঘ) আমদানী রপ্তানি বাণিজ্য সেবা প্রদান এবং উক্ত কর্মকাণ্ডে ব্যবসা খাতে অর্থায়ন/বিনিয়োগ প্রদান।

ঙ) বিশেষ সেবা যেমন যাবতীয় বিল পরিশোধে সহায়তা প্রদান ও গ্যারান্টি সেবা প্রদান ইত্যাদি।)

চ) আধুনিক ব্যাংকিং সেবা প্রদান, অনলাইন, ক্রেডিট কার্ড/মাস্টার কার্ড/ভিসা কার্ড/ এটিএম সার্ভিস ইত্যাদি ইলেকট্রনিক্স ব্যাংকিং সার্ভিস প্রদান।

উপরোক্ত প্রত্যেকটি কর্মকাণ্ডেই ব্যাংকারের থাকে বিভিন্নমুখী ঝুঁকি-যেমন হিসাব খোলার প্রাক্কালে কোনো অসাধুলোক ভূয়া তথ্য দিয়ে হিসাব খুলে উদ্দেশ্যভিত্তিক লেনদেন করার ঝুঁকি, যা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক চিহ্নিত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকারের চাকুরীচ্যুতিসহ জেল জরিমানা জাতীয় শাস্তির ঝুঁকি। কাজেই হিসাব খোলার সময় যে সকল অনুষ্ঠানিকতা বা শর্ত পরিপালনের জন্য বিধিবদ্ধ নিয়ম আছে প্রত্যেটি শর্তই পরিপালন না করলে তা ব্যাংকারের জন্য pure ঝুঁকির প্রত্যক্ষ বা নিশ্চিতকরণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। হিসাবে নগদ টাকা জমা নেয়ার প্রাক্কালে জাল নোট ঢুকে যাওয়ার ঝুঁকি, ভুলবশতঃ কম গ্রহণ করার ঝুঁকি। চেকের মাধমে টাকা পেমেন্ট করার সময় জাল/ডুপ্লিকেট চেকের পেমেন্ট করার ঝুঁকি। ভুলবশত বেশি টাকা পেমেন্ট হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি, চেকের রেমিট্যান্স সেবার মাধ্যমে সঠিক প্রাপককে পেমেন্ট না করার ঝুঁকি।

রেমিট্যান্স সেবার মাধ্যমে ভূয়া ডিডির পেমেন্টের ঝুঁকি, ক্লিয়ারিং ইনস্ট্রুমেন্টের টাকা কালেকটিং ব্যাংক কিংবা পেয়িং ব্যাংক হিসাবে দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করতে পারার ঝুঁকি।

বিনিয়োগ/অগ্রিম প্রদানকালে সত্যিকারভাবে খাঁটি বা ভাল গ্রাহক চিহ্নিতকরণের ঝুঁকি, গ্রাহকের ব্যবসাতে প্রত্যাশিত লাভ অর্জিত না হওয়ার ঝুঁকি, অসততার মাধ্যমে তহবিল স্থানান্তরের ঝুঁকি, দৈব দূর্ঘটনার মাধ্যমে গ্রাহকের মৃত্যুজনিত ঝুঁকি, বিভিন্নকারণে ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি, জামানত/নিরাপত্তা হিসাবে গৃহীত পন্যদিও গুণগতমান হ্রাস ও পরিবর্তনের ঝুঁকি, সহায়ক জামানত হিসাবে গৃহীত সম্পদের মালিকানা ও মূলমান যাচাইকালে সহযোগী প্রতিষ্ঠান (সার্ভে ফার্ম, 'ল' ফার্ম/আইনজীবি) এর শঠতা ও অদক্ষতাজনিত কারণে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না হওয়ার ঝুঁকি, বিনিয়োগ বিতরণ পরবর্তীতে প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে জমানতের গুণগতমান হ্রাসের ঝুঁকি।

আমদানী রপ্তানি ব্যবসাতে আমদানীকারক এবং রপ্তানীকারক উভয়ের অসততার কারণে ডিলটি সঠিকভাবে নিস্পত্তি না হওয়ার ঝুঁকি। আন্তর্জাতিক বাজার, অর্থনীতি তথা আর্থিকনীতি সরকারের বৈদেশিক বাণিজ্য নীতির পরিবর্তনজনিত কারণে ব্যবসায়িক অবস্থার পরিবর্তনের ঝুঁকি, আমদানী-রপ্তানী ব্যবসাতে দেশীয় ও বিদেশী বিভিন্ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান (আমদানীকারক/রপ্তানীকারক, ক্রেডিট রিপোর্ট প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, শিপিং এজেন্সি/প্রিশিপমেন্ট পরিদর্শকদল) এর অসততা কিংবা স্থানীয় চাহিদা ও সরবরাহ পরিবর্তন ও বাজার ব্যবস্থা পরিবর্তনজনিত কারণে পণ্যের মূল্য হ্রাসবৃদ্ধির ঝুঁকি।

অন্যান্য সেবা প্রদানকালে সেবা গ্রহণকারী ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অসততা ও অদক্ষতাজনিত কারণে উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন না হওয়ার ঝুঁকি। এছাড়া ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ায় সেবা প্রদানকালে যান্ত্রিক ত্রুটিজনিত কারণে সঠিক ফল না পাওয়ার ঝুঁকি।

উপরোক্ত এ আলোচনা থেকে এটাই প্রতিয়মান এবং প্রতিষ্ঠিত হয় যে, সকল পর্যায়ে প্রতিটি ব্যাংকারকে যার যার অবস্থান থেকে সারাদিনেই তার প্রতিটি কমকাণ্ডে কিছুনা কিছু ঝুঁকি বহন করতে হয়। নিয়ম মাফিক কাজ করলেই যে সকল প্রকার ঝুঁকি মুক্ত থাকবে তা কিন্তু নিশ্চিত নয়। প্রতিটি লেনদেন এ প্রতিটি কর্মে বিধিবদ্ধ সকল নিয়ম-কানুন যথাযথভাবে মেনে কাজ করার পরও তথা পুরো সতর্কতা অবলম্বনের পরও দৈব কারণে/ভুল ভ্রান্তিজনিত কারণে ক্ষতির ঝুঁকি কম হলেও কিছু থেকেই যাবে যা পেশাগত ঝুঁকি হিসেবে মেনে নিতে হবে। তাছাড়া বর্তমান এ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিধিবদ্ধ নিয়মকানুন পরিপালন গ্রাহক সেবাকে কিছুটা হলেও Slow এবং সাময়িকভাবে কিছুটা অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে। এ কারণে সকল ক্ষেত্রে তা পরিপালন করা সম্ভবও হয়ে উঠে না। তাই নিয়ম পুরোপুরি পরিপালন না করতে পারার ঝুঁকি সর্বদাই একজন ব্যাংকারের মানসিক স্বস্তি ও শান্তির জন্য হুমকি হয়ে কাজ করে।

একজন দক্ষ ব্যাংকারকে প্রতিটি পদক্ষেপে তথা কর্মকাণ্ডে নিয়মিত পরিপালন ও গ্রাহ সেবা দুটোর ব্যালেন্সিং এর মাধ্যমে ঝুঁকিকে Manage বা ব্যবস্থাপনা করতে হয়। প্রতিনিয়ত তাকে ঝুঁকি Management করতঃ দায়িত্ব পালন করতে হয়। পেশাগত জীবনে যে ব্যাংকার ঝুঁকির মাত্রা বিশ্লেষণপূর্বক যত সফলতার সাথে ঝুঁকিকে ব্যবস্থাপনা করতে পারবে যে কর্মক্ষেত্রে ততবেশী সফলতা পাবে এবং সে নিজে ও তার প্রতিষ্ঠানের ক্ষতির ঝুঁকি তত কমাতে পারবে।

ব্যাংকিং পেশায় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

শেখ মঈন উদ্দিন
এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রধান কার্যালয়

ব্যাংকিং এমন একটি পেশা যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপে তথা প্রতিটি লেনদেনের মধ্যেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে ঝুঁকি বিদ্যমান কেননা ব্যাংকারের কলমের খোঁচায় কাগজ টাকায় রূপান্তর হয়ে লেনদেন সংঘটিত হয় এবং সে টাকাও আবার অন্যের জমাকৃত আমানত যা তাকে চাহিবা মাত্র পরিশোধের সুস্পষ্ট বিধিবদ্ধ অঙ্গীকারের বিপরীতে সংগৃহীত।

ঝুঁকি শব্দের অভিধানিক এবং ব্যবহারিক অর্থ হলো-ক্ষতি বা ব্যর্থতার সম্ভাবনা। উদ্দেশ্য সিদ্ধির লক্ষ্যে কিংবা ক্ষতির সম্ভাবনা কমানোর জন্য নীতি মোতাবেক চলতে হয়। কেননা কোনো নীতি বা Policy অবশ্যই দীর্ঘ মেয়াদী বা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন চড়াই উতরাই বা Trial and Error -এর ভিত্তিতে এক পর্যায়ে সার্বজনীনভাবে অনুসরণীয় বা পালনের জন্য নীতি/নির্দেশনা হিসেবে মর্যাদা বা স্বীকৃতি পায়। তাই ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য অবশ্যই বিদ্যমান বা স্বীকৃত নীতিমালা অনুযায়ী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করলে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে থাকে।

ঝুঁকি সাধারণতঃ ২(দুই) প্রকারঃ

ক) Speculative Risk: Risk involving the chance of profit or taking a loss is known as speculative risk অর্থাৎ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে জেনেশুনে ভবিষ্যৎ অবস্থার উপর ভিত্তি করে কার্যকারণজনিত ঝুঁকি।

খ) Pure Risk: The Threat of a loss with no chance of profit is known as Pure Risk অর্থাৎ দৈনন্দিন কার্যকলাপের সাথে যে ঝুঁকি সম্পৃক্ত যার সাথে মুনাফা বা লাভের সরাসরি কোনো সম্পৃক্ততা বা যোগাযোগ নেই।

একজন দক্ষ ব্যাংকার কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে কিংবা কোনো বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়ার পূর্বে বিষয়টির উপর বিস্তারিত Study করে এর Strength and weakness পর্যবেক্ষন করে weakness overcome করার জন্য তথ্য সংগ্রহ পূর্বক যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত করে সূচিন্তিত পরিকল্পনামাফিক কাজ করার মাধ্যমে তার Speculative Risk নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এছাড়া Pure Risk কে নিম্নোক্ত কৌশলে নিয়ন্ত্রণ করেঃ

ক) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বা RISK Managment এর মাধ্যমে এবং

খ) ঝুঁকির Coverage বা সংস্থানের মাধ্যমে।

আবার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকেও নিম্নোক্ত দু'ভাবে করা যায়ঃ

১. Risk avoidance বা ঝুঁকি উপেক্ষা করে এবং ঝুঁকি হ্রাস বা Reduction করে। ঝুঁকি উপেক্ষা করা বা Avoidance পদ্ধতি অবলম্বন করা ব্যাংকারের পেশাগত দায়িত্বের পরিধিকে সংকুচিত করে বিধায় এ পদ্ধতি অবলম্বন করা ব্যাংকারের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে বলেই বিজ্ঞজনের উপলব্ধি।

২. আবার ব্যাংকারকে সর্বদাই ঝুঁকি হ্রাস (Risk reduction) পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। কেননা সাধারণভাবে দেখা যায় যে, মুনাফা বা সফলতা ঝুঁকির প্রিমিয়াম হিসেবে পরিচিত। যে উদ্যোগে যত বেশী ঝুঁকি সে উদ্যোগে তত বেশী লাভ/ মুনাফার সম্ভাবনা। তবুও দক্ষ ও সফল ব্যাংকারকে managable পরিধির ঝুঁকি মাথায় নিয়ে বিধি সম্মত যথামাত্রায় মুনাফাজনক উদ্যোগ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তাকে ঝুঁকি এবং সম্ভাবনা দু'টোর ব্যালেন্সিং দৃঢ়তা ও প্রজ্ঞার সাথে করতে হয়।

দৈনন্দিন প্রতিটি কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যাংকারকে কিছু না কিছু ঝুঁকি নিতেই হয়/ হচ্ছে। Specific Coverage ছাড়াও পেশাগতদায়িত্ব পালনকালে কিছু না কিছু ঝুঁকি ব্যাংকারকে নিতেই হয়। অবশ্য এ জাতীয় ঝুঁকি নেয়ার প্রাক্কালে ব্যাংকারকে তার বা তার প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন ব্যবসা

এক্সিম ব্যাংক পরিক্রমা
আগস্ট ২০১১

ইসলামতো একটি পবিত্র ধর্ম। এটি কি ব্যবসায়িক পণ্য হতে পারে?

ধর্ম হচ্ছে মানুষের কল্যাণের জন্য। ধর্ম জীবনের বাইরের কিছু নয়। তাছাড়া, এখানে মানুষের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই আছে। শুধু ফর্মাল ধর্মীয় আচার আচরণই নয় বরং মানুষের জীবনের প্রতিটি কার্যকলাপ কিভাবে পরিচালিত হবে তার পূর্ণাঙ্গ বিধানই হচ্ছে ইসলাম। চিকিৎসা, সমাজ সেবা, গার্হস্থ্যনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাষ্ট্রপরিচালনা থেকে শুরু করে অতি তুচ্ছ বিষয়গুলোও বাদ পড়েনি। তাই ধর্মীয় বিধান অনুযায়ীই ব্যবসা পরিচালনা করতে হবে। মনে রাখতে হবে ধর্ম ব্যবসায়িক পণ্য নয়, তবে ব্যবসা পরিচালিত হবে ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী। তাই আল কুরআনে বলা হয়েছে-আল্লাহ তায়ালা ব্যবসাকে হালাল করেছেন ও সুদকে করেছেন হারাম। কুরআন সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস অনুসারে ইসলামী ব্যাংকগুলো পরিচালিত হয়। সবচেয়ে বড় কথা আল্লাহ আমাদেরকে যে জীবন ও ধনসম্পদ দান করেছেন তা তার প্রদত্ত বিধান অনুযায়ীই পরিচালিত হওয়া উচিত।

ইসলামী ব্যাংকিং করলে কম ব্যয়ে আমানত পাওয়া যায়। এ জন্য ব্যাংকগুলোতে ইসলামী ব্যাংকিং ইউনিট খোলার হিড়িক পড়েছে। আপনার বক্তব্য কি?

কথাটা ঠিক নয়। ব্যাংক পরিচালনার ক্ষেত্রে সবারই ব্যয় থাকে। অল্প সংখ্যক ইসলামী ব্যাংককে বরং অধিক সংখ্যক প্রচলিত ব্যাংকের বিপরীতে একটা তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করতে হচ্ছে। তাছাড়া ইসলামী ব্যাংকগুলো অনেক বেশী সামাজিক দায়িত্ব সচেতন বিধায় তাদের ব্যয়ও বেশিই বলতে হবে। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে ইসলামী ব্যাংকগুলোর নির্বাহী কর্মকর্তাদের সততা, নিষ্ঠা, গ্রাহকদের আস্থা এবং নিয়মানুবর্তিতা সবকিছু মিলিয়েই আজকের এই সাফল্য। এটা কম বা বেশী ব্যয়ের ফল নয়। ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আরো অনেক কারণ। এই পদ্ধতি মুদ্রাস্ফীতি রোধ করে। জমাদাতার ওপর সুবিচার, উৎপাদনশীল খাতকে সহায়তা দান, মজুতদারী ও মুনাফাখোরী প্রতিরোধ, গরীব লোকদের স্বার্থ সংরক্ষণ, বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে। উদ্যোক্তা সৃষ্টি করে এবং দক্ষ হাতে পুঁজি অর্জন ও ব্যবসা বাণিজ্যে সাফল্য আনয়ন করে থাকে।

ইসলামী ব্যাংকিং ও প্রচলিত ব্যাংকিং বিষয়ে আপনি যে গবেষণা করেছেন তাতে কোন ধরণের ব্যাংকিংয়ে মানব কল্যাণের বেশি সুযোগ রয়েছে বলে আপনার মনে হয়েছে এবং কেন?

অবশ্যই ইসলামী ব্যাংকগুলোর কল্যাণের বেশী সুযোগ রয়েছে। এর মূল কারণ হচ্ছে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার কাঠামোটাই এই ধরণের। কর্পোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি (সিএসআর) পালনের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকগুলো সমাজের কাজ করছে। ইসলামী ব্যাংকগুলোর প্রতিটি কর্মকাণ্ডই এমনভাবে পরিচালিত হয় যার মূল উদ্দেশ্যই থাকে মানব কল্যাণ। ব্যাংক এবং গ্রাহকদের মধ্যে একটা ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করেছে। মানব কল্যাণকে ব্যাহত করে এমন কোন কার্যকলাপই ইসলাম বরদাস্ত করেনি। ইসলামী ব্যাংকিং-এ তো প্রশ্নই আসে না। মুনাফা মওকুফ, রুগ্ন ব্যবসা পুনরুদ্ধারে সহযোগিতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র বিমোচন, সমাজ সচেতনতা, খেলাধুলা সহ অজস্র বিষয়ে ইসলামী ব্যাংকের অংশগ্রহণ সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। ইসলামী ব্যাংক তার সম্পদের ওপর যাকাত প্রদান করে থাকে। এই যাকাত কোরানে বর্ণিত আটটি খাতেই প্রদান করা হয়। যা মানব কল্যাণে এবং দারিদ্র বিমোচনে এক বিশাল ভূমিকা রাখে। যা অন্য কোনো প্রচলিত ব্যাংকে নেই।

ধর্মীয় অনুভূতি নিয়ে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করলেও ইসলামী ব্যাংকগুলোতেও অনিয়ম দুর্নীতির ঘটনা ঘটছে কেন?

দুর্নীতির জন্য ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা নয় বরং যারা এর কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত তারাই দায়ী। ইসলাম অবশ্যই দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয়নি। তারপরও ব্যাংক পরিচালনার সাথে জড়িত সকল নির্বাহী বা কর্মকর্তা যে ভালো হবে এমনটা হলফ করে বলা যাবে না। দুর্নীতি যে কোন জায়গাই থাকতে পারে। যুগে যুগে ছিল। সবচেয়ে বড় কথা প্রচলিত ব্যাংকের সাথে তুলনা করলে ইসলামী ব্যাংকগুলোর দুর্নীতি অতি নগন্য।

ইসলামী ব্যাংকিংয়েও খেলাপি ঋণ বিতরণে গ্রাহকের অক্ষমতার ঝুঁকিকে কিভাবে অংশীদারের বিবেচনায় আনা যেতে পারে?

খেলাপি ঋণের সংস্কৃতি নতুন কিছু নয়। ব্যবসা থাকলে ঝুঁকি থাকবেই। কিন্তু বিবেচনার বিষয় হচ্ছে গ্রাহক কি ইচ্ছে করেই খেলাপি হচ্ছে নাকি সত্যি সত্যিই ব্যবসার অবস্থা খারাপ। ইসলামী ব্যাংকগুলোতে আমরা যা করছি তা হল ভালো বিনিয়োগ ও ভালো গ্রাহক নির্বাচন এবং গ্রাহকের সাথে অত্যন্ত নিবিড় যোগাযোগ। আর এর ফলে আমরা গ্রাহকের সত্যিকারের অবস্থাটা জানতে পারছি। ইসলামী ব্যাংকগুলোতে মূলতঃ যে খেলাপী ঋণ হচ্ছে তা গ্রাহকের ব্যবসায়িক বিপর্যেরই কারণ। এখানে স্বেচ্ছাকৃত খেলাপি নেই বললেই চলে। আর অনেক ক্ষেত্রে আজ যেটা খেলাপি হচ্ছে ধীরে ধীরে তার বেশীরভাগই সমন্বিত হচ্ছে। সমন্বিত হওয়ার জন্য ইসলামী ব্যাংক তার ব্যবসা উন্নতিকল্পে পরামর্শ, উপদেশ ও পুনরায় বিনিয়োগ দিয়ে তাকে খেলাপি ঋণ থেকে বের করে সঠিক পথে চালিত করে।

দেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা নেই। এরপরও ইসলামী ব্যাংকগুলো ভালো করছে। নীতিমালা কতটুকু প্রয়োজন বলে মনে করেন?

দেশে ইসলামী ব্যাংকিং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য অবশ্যই ইসলামী ব্যাংকিং অনুসৃত নীতিমালা প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়-দক্ষ চালক ছাড়া গাড়ী ভালো চলছে এটা কোন ভালো সংবাদ নয়। যদিও ব্যাপারটা সামগ্রিক স্বস্তি ও সান্ত্বনার। কিন্তু এর উপর নির্ভর করে বসে থাকা যায় না। অবশ্যই ইসলামী ব্যাংকগুলো পরিচালনার জন্য সুষ্ঠু নীতিমালা হওয়া দরকার। দেশে এখন ইসলামী ব্যাংকের সংখ্যা একেবারে কম নয়। তাছাড়া অনেক প্রচলিত ব্যাংকেরও ইসলামী ব্যাংকিং শাখা আছে। সব মিলিয়ে এখন সময় এসেছে এটা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার। ইসলামী ব্যাংক পরিচালনার জন্য প্রথম প্রয়োজন একটি শক্তিশালী শরীয়াহ বোর্ড। যার মাধ্যমে আইনগত ব্যাপারগুলো সমাধান ও ব্যাংকের শরীয়া অনুমোদিত উপায় সম্পর্কে পরামর্শ ও লেনদেনের ক্ষেত্রে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করা। অপরদিকে ইসলামে নিষিদ্ধকাজ থেকে বিরত রাখার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক তার সঠিক পথে পরিচালিত ও নিষিদ্ধ পন্থা থেকে দূরে রাখার ব্যবস্থা করবে।

চাঁদপুরের ঠাকুর বাজারে এক্সিম ব্যাংকের ৫৯তম শাখার উদ্বোধন

চাঁদপুরের ঠাকুর বাজারে গত ৯ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেডের ৫৯তম ঠাকুর বাজার এসএমই/কৃষি শাখার উদ্বোধন করা হয়েছে। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শাখার শুভ উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য লে. কর্নেল (অব.) সিরাজুল ইসলাম বীর প্রতিক, জনাব ফখরুল ইসলাম মজুমদার, ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আব্দুল লতিফ বড়ভূইয়াসহ ব্যাংকের উর্ধ্বতন নির্বাহীবৃন্দ এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও গন্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ।

চাঁদপুরের ঠাকুর বাজার শাখা উদ্বোধন

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন শাহরাস্তি পৌরসভার মেয়র জনাব মোশাররফ হোসেন পাটওয়ারী, উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব দেলওয়ার হোসেন মিয়াজি, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ইঞ্জিনিয়ার ফরিদ উদ্দিন আহমদ।

জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঠাকুর বাজার এলাকার ব্যবসায়ীদের অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশে এবং সহজ প্রকৃয়ার মাধ্যমে এক্সিম ব্যাংকের বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করার আহ্বান জানান।

সভাপতির বক্তব্যে জনাব ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া ব্যাংকের সার্বিক চিত্র তুলে ধরেন।

আস্থা দৃঢ় করতে সাহায্য করবে। তিনি বলেন, এক্সিম ব্যাংক গ্রাহকমূখী ব্যাংক তাই গ্রাহক সুবিধা নিশ্চিত করা এবং এক্সিম ব্যাংকের ভবিষ্যৎ পথচলার পরিকল্পনায় ডাটা সেন্টারের উদ্বোধন একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন, যার মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইড লাইন অনুযায়ী এক্সিম ব্যাংকের ভবিষ্যৎ অগ্রগতি নিশ্চিত হবে। আমরা এখন এমন এক প্রযুক্তির অধিকারী যার দ্বারা আমাদের এগিয়ে যাওয়া, উৎপাদন উন্নয়ন, নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বহিঃপরিবেশগত প্রভাবমুক্ত হয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারব। প্রকৃতার্থে এই প্রযুক্তি ব্যাংকের পরিচালনা ব্যয় কমাতে সক্ষম হবে এবং এই প্রযুক্তি গ্রহণের ফলে আমরা আইটি সেবার মানোন্নয়ন করা, ব্যাংকিং চ্যানেলের সর্বোচ্চলভ্যতা নিশ্চিত করা এবং ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় ঝুঁকি কমাতে পেরেছি। এগুলোর পাশাপাশি ডাটা সেন্টারের সপ্তাহের প্রতিদিন ২৪ ঘন্টা সেবা প্রদান সক্ষমতা এক্সিম ব্যাংকের উপর গ্রাহকদের সুধারণা তৈরীতে সাহায্য করবে। ব্যাংক-গ্রাহক সম্পর্কোন্নয়ন এবং গ্রাহক সেবা মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে আজকের ডাটা সেন্টারের উদ্বোধন একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হবে।

জনাব রহমান ব্যাংকিং সেক্টরের দ্রুত-পরিবর্তনশীলতার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, শক্তিশালী ইনফরমেশন টেকনোলজি অবকাঠামো ব্যতীত অদূর ভবিষ্যতে কোন ব্যাংকই বহুমাত্রিক ব্যবস্থাপনা, উচ্চ মাত্রার উৎপাদনশীলতা, দক্ষ পরিচালনা নিশ্চিত করতে পারবে না। তাই আমরা এখনই এই প্রযুক্তি বাস্তবায়ন করেছি এবং খুব শীঘ্রই আমরা গ্রাহক কেন্দ্রীক বিকল্প ডেলিভারি ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরিকল্পনা করছি।

এক্সিম ব্যাংকের ইনফরমেশন টেকনোলজি বিভাগের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার শামসুর রহমান চৌধুরী বলেন, প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়িক পরিবেশে সর্বাধুনিক এবং নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তির দ্বারা দেশের সেরা আইসিটি অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌছুতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছি। আর নিরাপদভাবে ব্যাংকের ভেতরে এবং বাইরে তথ্যের সর্বোত্তম প্রবাহ নিশ্চিত করাই এর লক্ষ্য। এই স্টেট অব দ্যা আর্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার আগামী আরো ১০ বছর এক্সিম ব্যাংকের প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম হবে বলে তিনি মনে করেন।

এখন এক্সিম ব্যাংক থেকে মানিগ্রামের টাকা উত্তোলন করা যাবে
এনসিসি ব্যাংকের সাথে এক্সিম ব্যাংকের চুক্তি স্বাক্ষর

এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড এর প্রধান কার্যালয়ে সম্প্রতি এনসিসি ব্যাংকের সাথে এক্সিম ব্যাংকের অর্থ বিনিময় সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়। এই চুক্তির আওতায় এক্সিম ব্যাংক তার শাখাসমূহ থেকে মানিগ্রাম ইন্টারন্যাশনালের মানি ট্রান্সফার সেবা প্রদান করতে পারবে।

এক্সিম ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব কাজী মসিহুর রহমান এবং এনসিসি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব নূরুল আমীন নিজ নিজ ব্যাংকের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন এক্সিম ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলি মিয়া, এনসিসি ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব গোলাম হাফিজ আহমেদ, এক্সিম ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালকদ্বয় জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ বড়ভূইয়া ও জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, এনসিসি ব্যাংকের ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফাইন্যান্স ডিভিশনের প্রধান জনাব পীযুশ কান্তি সাহা, মানিগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল এর সাউথ এশিয়া প্রতিনিধি মি. বিশাল কৃষ্ণানসহ দুই ব্যাংকের উর্দ্ধতন নির্বাহীবৃন্দ।

গ্রিন ব্যাংকিং শুরু করল এক্সিম ব্যাংক

কার্ড ডিভিশন ভবনে স্থাপিত সোলার প্যানেল

পরিবেশের বিপর্যয় রোধে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী এক্সিম ব্যাংক গ্রিন ব্যাংকিং চালু করেছে। সম্প্রতি ঢাকার গুলশানে এক্সিম ব্যাংকের কার্ড ডিভিশন ভবনে সফলভাবে সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে এ কার্যক্রম শুরু করা হয়।

বর্তমানে পানিদূষণ, নদী ভরাট, অতিরিক্ত রাসায়নিক, সার ও কিটনাশকের ব্যবহার, বৃক্ষ নিধন এবং জীববৈচিত্র হ্রাস বাংলাদেশের পরিবেশের উপর অত্যন্ত বিরূপ প্রভাব ফেলছে। এদিক থেকে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনে অন্যতম ক্ষতিগ্রস্থ দেশ হিসেবে বিবেচিত।

পানি বিশুদ্ধকরণ প্রকল্প

ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব কাজী মসিহুর রহমান বলেন, ব্যাংকের মত অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো এই অবস্থা থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তিনি পরিবেশবান্ধব শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার প্রদানের জন্য শাখা ব্যবস্থাপকগণকে পরামর্শ দেন।

তিনি আরো বলেন, পরিবেশের বিপর্যয়রোধে আমরা গ্রিন ব্যাংকিং শুরু করেছি। তাই বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বর্তমানে ব্যাংকের অগ্রাধিকার তালিকায় আছে পরিবেশবান্ধব শিল্প, যেমন পূণঃব্যবহারযোগ্য শক্তি উৎপাদন, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ প্রকল্প, পানি বিশুদ্ধকরণ প্রকল্প, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শিল্প, জৈব গ্যাস ও সার কারখানা ইত্যাদি।

পরিবেশগত ঝুঁকিকে এক্সিম ব্যাংক বিনিয়োগ ঝুঁকি হিসেবে গণ্য করে বিনিয়োগবিধিতে অন্তর্ভূক্ত করেছে এবং বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এই ঝুঁকিকে সহনীয়মাত্রায় নিয়ে আসতে পদক্ষেপ নিয়েছে। এর সাথে সাথে এক্সিম ব্যাংক সর্বদায় এর কর্মকর্তাদেরকে পানি, বিদ্যুৎ, কাগজ ইত্যাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সচেতন হতে উৎসাহ প্রদান করে আসছে।

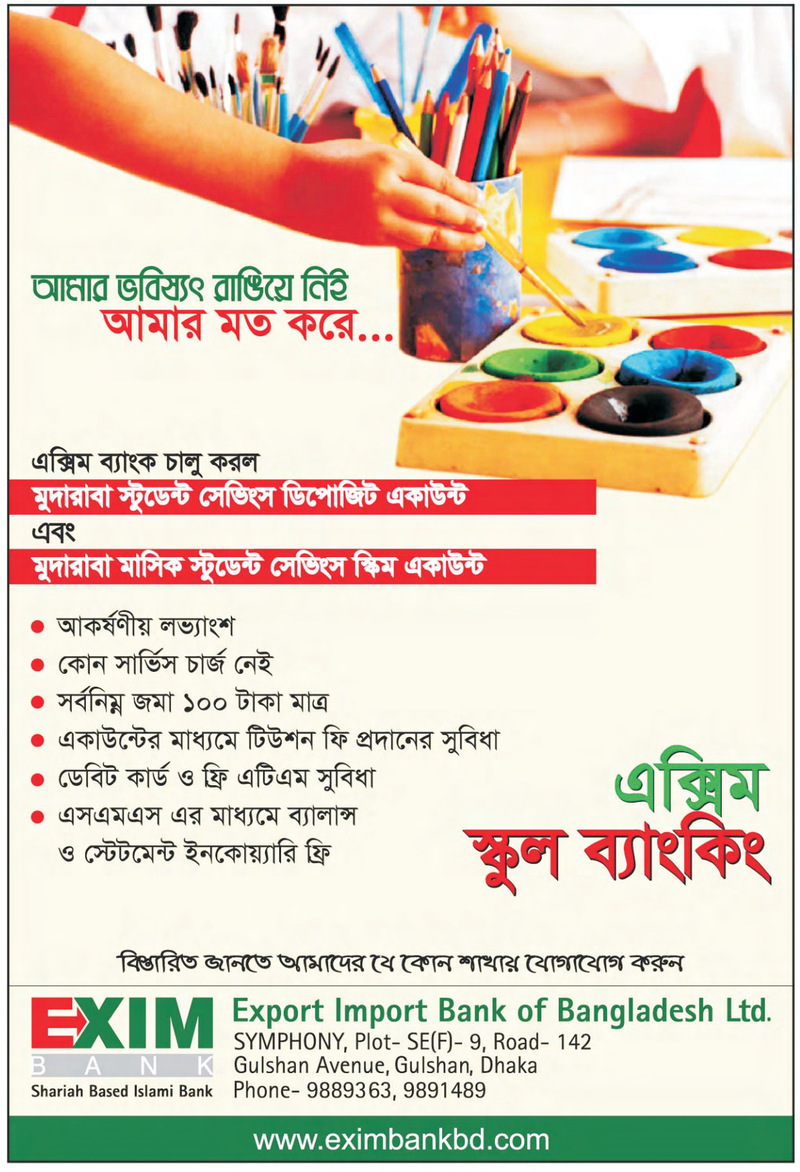

এক্সিম ব্যাংক চালু করল

মুদারাবা স্টুডেন্ট সেভিংস ডিপোজিট একাউন্ট

এবং

মুদারাবা মাসিক স্টুডেন্ট সেভিংস স্কিম একাউন্ট

- আকর্ষণীয় লভ্যাংশ
- কোন সার্ভিস চার্জ নেই
- সর্বনিম্ন জমা ১০০ টাকা মাত্র
- একাউন্টের মাধ্যমে টিউশন ফি প্রদানের সুবিধা
- ডেবিট কার্ড ও ফ্রি এটিএম সুবিধা
- এসএমএস এর মাধ্যমে ব্যালান্স ও স্টেটমেন্ট ইনকোয়্যারি ফ্রি

এক্সিম
স্কুল ব্যাংকিং

বিস্তারিত জানতে আমাদের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

EXIM BANK
Shariah Based Islami Bank

Export Import Bank of Bangladesh Ltd.
SYMPHONY, Plot- SE(F)- 9, Road- 142
Gulshan Avenue, Gulshan, Dhaka
Phone- 9889363, 9891489

www.eximbankbd.com

সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি : ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া, সম্পাদক : সঞ্জীব চ্যাটার্জী